৬ই ডিসেম্বর '৯২ পরে

বাংলাদেশে বীভৎস নারকীয় অত্যাচারের বিবরণ

শিবপ্রসাদ রায়

৬ই ডিসেম্বর '৯২ পরে

বাংলাদেশে বীভৎস নারকীয় অত্যাচারের বিবরণ

শিবপ্রসাদ রায়

৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২

প্রকাশক
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশ বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

।। দু'চার কথা।।

বাংলাদেশে এবারের হিন্দু নিপীড়ন আগের সকল রেকর্ডকে অতিক্রম করে। হত্যা, লুঠ, অগ্নিসংযোগ ব্যাপক। ভোলায় সাত থেকে সাতাত্তর বয়স পর্য্যন্ত নারীর সম্ভ্রম থাকে নি। যে তথ্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে তা প্রকৃত সত্যের ভগ্নাংশমাত্র। এগুলো পাওয়া গেছে তিনটি সূত্র থেকে। বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবি আহমদ শরীফের উপদেশে পরিচালিত "দিকপাল" পত্রিকার সম্পাদক সন্দীপ বিশ্বাস। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি এবং বাংলাদেশ সন্ত মহামণ্ডলের সম্পাদক প্রিয়ব্রত ব্রহ্মচারী। এই রচনার যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন এঁরাই। দিকপাল প্রকাশিত হয় ৭/৯ বি, লালমাটিয়া ঢাকা ১২০৭ থেকে। এঁরা কয়েকজন ভারতে এসেছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকা দপ্তরে এবং রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলে গেছেন। আড়াই কোটি হিন্দুর রক্ত-অশ্রু-সম্ভ্রম-প্রাণ কলকাতায় এলিটদের বিচলিত করতে পারেনি। এটাই স্বাভাবিক। কারণ হিন্দুচেতনা দাবানলের মত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল, শুধুমাত্র প্রচারে তাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব মনে হয়েছিল আরবের এজেন্ট, নেতা ও বুদ্ধিজীবিদের। তাঁরা চাইলেন দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে সব হিন্দুদের একটা লেশান দিতে, আতংকিত করতে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দিয়ে হিন্দুদের চূড়ান্ত অত্যাচার করালে চারিদিক থেকে চাপ আসবে ভারতের হিন্দু সংগঠনগুলোর ওপর। তাদের সন্ত্রস্ত করে দেওয়া যাবেঃ প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য যেমন ভাড়া করা গুণ্ডা নিয়োগ করা হয়। ঠিক এক উদ্দেশ্য নিয়ে বিচারাধীন বিতর্কিত একটা বিল্ডিকে দেশের প্রদানমন্ত্রী এবং সাংবাদিকেরা জোরের সঙ্গে বল্লেন বাবরী মসজিদ। সমস্ত প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়া হলো এই সংবাদ। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বললেন ঃ মসজিদ ভেঙেছে দাঙ্গা হবে না তো কি হবে? আরো বললেন ঃ উত্তরপ্রদেশে পুলিশ বেছে বেছে মুসলমানদের মারছে। দূরদর্শন, সংবাদপত্র অহোরাত্র এইসব কথা প্রচার করায় ভারতে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়। কোন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় হয়নি। কলকাতায় ট্যাংরা গার্ডেনরীচ, মেটিয়াবুরুজে দাঙ্গা হয়েছে; ভবানীপুর,

শ্যামবাজার বড়বাজারে কেন দাঙ্গা হল না? কারণ হিন্দুদের উসকে দিয়ে দাঙ্গা লাগানোর মত দল বা নেতা এদেশে নেই। বোম্বাই শহরেও দাঙ্গা শুরু করেছে মুসলমানরা। দুবাইয়ের মাফিয়া ডন জাহাজে করে অস্ত্র পাঠিয়েছে। একে ৪৭ রাইফেল চলেছে বাড়ীর ছাদ থেকে। হিন্দুদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই অস্ত্র পাঠিয়েছে দাউদ ইব্রাহিম। সংবাদপত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এত মসৃণভাবে অস্ত্র পাঠানো এবং তার ব্যবহার মোটেই সহজ নয়। যদি সে দেশের সরকার কিম্বা শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের মদত না থাকে। এটা ভারত বলেই সম্ভব হয়েছে, আর পাকিস্তানে হলো ম্যাসাকার। বাংলাদেশে বা হলো তাকে হলোকাষ্ট অষ্ট্রোসিটি শব্দে ঠিক বোঝানো যায় না। নারকীয় অবর্ণনীয় শব্দে ইঙ্গিত দেওয়া যায় মাত্র। দিল্লী থেকে প্রকাশিত জামাতে ইসলামীর মুখপত্র রেডিয়ান্সে দেখানো হয়েছে বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া। তারা সর্বত্র মন্দির ভেঙেছে, হিন্দুদের উৎপীড়ন করেছে, হিন্দু নিধন করেছে একটিই যুক্তি দেখিয়ে। এই দ্যাকো তোমাদের প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন? জ্যোতিবাবু কি বলেছেন? তোমাদের সংবাদপত্র কি লিখেছে? তারা মসজিদ রক্ষা করতে পারেনি বলে লজ্জিত মর্মাহত। মসজিদ ভেঙেছে হিন্দুরা। সরকার ভারতে হিন্দুদের সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই অপরাধ হিন্দুদের দমন পীড়ন চালাচ্ছে। আমরা করলে অপরাধ হবে কেন? অতএব প্রমাণিত হচ্ছে দেশে এবং বিদেশে যাবতীয় হিন্দু নিপীড়নের উৎস একই-নেতাদের উস্কানী দেওয়া বিবৃতি এবং সাংবাদিকদের হঠকারী রচনা। অথচ একই সময়ে পৃথিবীর তিনটি দেশে নির্মম অত্যাচার চলেছে মুসলিমদের প্রতি-ইস্রায়েল বসনিয়া, বার্মা। কোন মুসলিম দেশে তার প্রতিক্রিয়া হয়নি। এর একটাই কারণ সেইসব দেশের নেতা এবং বুদ্ধিজীবিরা প্ররোচনামূলক বিবৃতি দিয়ে স্বজাতির সর্বনাশ করতে চাননি। যা এই দেশে সম্ভব হয়েছে। তবে জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। দেশে এবং বিদেশে বিপুল হিন্দুহত্যা, মন্দির ধ্বংস, সম্পত্তি লুষ্ঠন, নারী ধর্ষণের প্রযোজক ও পরিচালকদের জনগণ চিনে ফেলেছে, সব চক্রান্ত এবং অপপ্রচারের ফল হয়েছে বিপরীতমুখী, হিন্দুত্ব দুর্বার হয়েছে। বিজেপি হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। গণঘৃণা বিম্বিত সংবাদপত্রের

প্রতি ও। আক্রান্ত হিন্দুসমাজ এবং বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের জন্য লিখে। 'বর্তমান" জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। আজকাল শুধু লটারীওয়ালাদের জন্য। মধ্যপ্রদেশের মত যদি এই বঙ্গে লটারী তুলে দেওয়া হয় তাহলে আজকাল পত্রিকাও উঠে যাবে। মদের লাইসেন্স না দেওয়া লটারী তুলে দিতে চাই বিজেপি সরকার। কারণ গরীবের ভরসা এখন সিপিএম নয় লটারী। বিজ্ঞাপনদাতাদের অনন্দ আনন্দবাজারে। সারা ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছে। অনেক কমে এলেও এখনও বিক্রী বেশী, তাছাড়া কুরুচিপূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ক্রোড়পত্র দিয়ে পাতা বেশী থাকে। ফলে আনন্দবাজারের ক্রেতা মুদি দোকান, কারণ ঠোঙা বেশী হয়। বামপন্থীনেতারা বাধ্য হিন্দু অবতারদের জীবনী প্রচার করতে। এরা এখন হিন্দুধর্মের নতুন ক্যারিকেচারিষ্ট। চিরকাল এরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে। দেশের রাজনীতিকে লাগিয়েছে হিন্দুর বিরোধিতায়। এদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। বাংলাদেশী হিন্দুদের উদ্বেগের অনিশ্চয়তার দিনও সমাপ্ত হয়ে আসছে। সরকার এবং সংবাদপত্র তাদের বিরুদ্ধে হলেও কোটি কোটি হিন্দুর হৃদয়ের সবটুকু স্পন্দন জড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে। আমরা শোকস্তব্ধ যন্ত্রণাকাতর ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ তাদের মতই। সারা পৃথিবীর হিন্দুদের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা বিধানে এগিয়ে আসছে ভারতের হিন্দুসমাজ। আগামীদিনে দিল্লীর সিংহাসনে আসবে তারাই যারা বাংলাদেশের হিন্দুদের সিকিউরিটি দিতে পারবে। বাংলাদেশী হিন্দুবন্ধুরা আর কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ করুন।

শিবপ্রসাদ রায়

৬ই ডিসেম্বর ৯২ ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষয়ক্ষতির এ যাবত প্রাপ্ত বিবরণ

১। ঢাকা

৭ই ডিসেম্বর ৯২ থেকে ৯ ডিসেম্বর ৯২ পর্য্যন্ত ঢাকেশ্বরী মন্দির ও মেলাঙ্গন, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন, জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ, সারিন্দা গৌড়ীয় মঠ ও ভোলাগিরি আশ্রমে হামলা চালানো হয়।

৭ই ডিসেম্বর ৯২ বিকেলে স্বামীবাগ মন্দির ও সেবায়েতের বাড়ীতে ভাংচুর, লুঠপাট ও পরে অগ্নি সংযোগ করা হয়। মন্দিরের বিগ্রহ ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়। আশেপাশের কয়েকটি বাড়ীতেও লুঠপাট ও অগ্নি সংযোগ করা হয়।

৭ ও ৬ ডিসেম্বর ৯২ শনির আখড়ায় প্রায় ২৫টি বাড়ীতে লুঠ পাট, ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়। শনির মন্দির ও দুর্গা মন্দিরে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়।

দয়াগঞ্জ জেলেপাড়া ও নারিন্দা ঋষিপাড়ায় হামলা চালানো হয় ৮ই ডিসেম্বর ৯২ ঠাঠারী বাজারে অবস্থিত মন্দিরে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়।

৭ই ডিসেম্বর ৯২ শান্তিনগরে জলখাবার মিষ্টির দোকান ও শতরূপা ষ্টোর, ফার্মগেট, পল্টন ও নবাবপুরে মরণচাঁদের মিষ্টির দোকান, মতিঝিল ও টিকাটুলিতে দেশবন্ধু মিষ্টির দোকানে লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঐদিন তেগাঁও খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ অফিস গির্জায় হামলা চালানো হয়। ৮ই ডিসেম্বর ৯২ হৃষিকেষ দাস রোডে শ্রীলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভান্ডারে হামলা চালানো হয়।

ইমামগঞ্জের দুর্গামণ্ডপ, সোয়ারীঘাট মন্দির ও শ্যামপুর মন্দিরে হামলা ও ভাংচুর করা হয়।

৮ই ডিসেম্বর ৯২ ধামরাইয়ের বিখ্যাত রথে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কাগজিয়া পাড়া বুড়ির মন্দির ও দক্ষিণপাড়া, পুকুরিয়া এবং বানিয়ামুড়ির কালীমন্দির ভাংচুর ও লুঠপাট করা হয়। ডেমরার জুরাইলে শ্রীশ্রীরামলক্ষ্মণজিউ ওরফে শংকর সাধুর

আশ্রমে হামলা চালিয়ে আশ্রমের চারপাশের পাকা দেওয়াল সম্পূর্ণ ধ্বংস ও দেবদেবীর মুর্তি ভেঙে ফেলা হয়। পূজার আসবাবপত্র নষ্ট করা হয়।

২। মাণিকগঞ্জ

৭থেকে ৮ ডিসেম্বর ৯২ পর্যন্ত মাণিকগঞ্জ এর সদর খিওর থানার শতাধিক বাড়ীতে লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ২৫টি মন্দিরে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এসব ঘটনার ৩০ জন আহত হয়। সদর থানার বকঝুরি গ্রামে ৮/১০ জনের একটি দল একটি মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করে।

মাণিকগঞ্জ শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও একটি মন্দিরে ভাংচুর করা হয়। ৮ ডিসেম্বর ৯২ সন্ধ্যায় খিওর বাজারে ১০টি দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। খিওর থানার তেরশ্রী দৌলত পুরের বিনোদপুর ও মাণিকগঞ্জ এর সদর থানার বকঝুরি, দাদরা, কালীখোলাসহ বিভিন্ন স্থানে উপরোক্ত ঘটনাসমূহ ঘটে।

৯ ডিসেম্বর ৯২ খিওর থানার পুকুরিয়া, বড়টিয়া, কর্জ্জুনা এবং নালীগ্রামে বেশ কিছু বাড়ী ও মন্দিরে হামলা, ভাংচুর ও লুঠপাট করা হয়।

৩। ময়মনসিংহ

৭ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে ফুলপুর থানার বাথুয়াদি গ্রামে ২টি মন্দির, ১টি পূজামণ্ডপ এবং ত্রিশালে ১টি কালী মন্দির ভাংচুর করা হয়।

৪। নরসিংদী

৭ই ডিসেম্বর ৯২ চালাকচর ও মনোহরদীতে মন্দির ও বাড়ী ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১০ ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে রায়পুর থানার বৈকণ্ঠপুর গ্রামে জগদীশের বাড়ীতে কালীমূর্তিটি ভাঙার পর দুর্বৃত্তরা পাশের কয়েকটি বাড়ীতে হামলা চালায়। একই রাতে সদর থানার আললী গ্রামে একটি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং মনোহরপুরের এক বাড়ীতে আগুন ধরানো হয়।

৫। গোপালগঞ্জ

টুজীপাড়া থানার কুনার্স ও পাটগতি গ্রামের ৫টি মন্দিরে এবং লেবুরতলা, চিংগুড়ি ও নারায়ণজালি গ্রামে ১০ ই ডিসেম্বর ৯২ সকালে ১৫টি বাড়ী পুড়িয়ে

দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সময় লোকজন প্রাণভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, জামাতে ইসলামী এবং খেলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্বে একদল লোক এসব বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে।

১১ই ডিসেম্বর ৯২ টুঙ্গীপাড়া থানার বাসুড়িয়া গ্রামে একদল লোক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু ঘর জ্বালিয়ে দেয়। একটি মন্দিরেও হামলা চালিয়ে ভাংচুর করা হয়।

১৫ই ডিসেম্বর ৯২ কোটালীপাড়ার সয়োগ্রাম ইউনিয়নের ৪টি মন্দির সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী পুড়িয়ে দিয়েছে ও বাড়ীঘর লুঠ হয়েছে। দুষ্কৃতিকারীর হামলার সময় কয়েকজন আহত হয়।

৬। ফরিদপুর

৭ই ডিসেম্বর ৯২ সদরপুর থানায় কয়েকটি মন্দিরে হামলা চালানো হয়। রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা, লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়। হামলায় মিশনের মহারাজ ও একটি ছাত্র গুরুতর আহত।

৭। গাজীপুর

৭ই ডিসেম্বর ৯২ মাধব মন্দির ও দুর্গামন্দিরে হামলা করা হয়।

৮। নারায়ণগঞ্জ

৮ই ডিসেম্বর ৯২ সকালে রূপগঞ্জ থানার মড়াপাড়া বাজার সংলগ্ন একটি মন্দিরে কিছু যুবক ঢুকে মুর্ত্তি ভেঙ্গে ফেলে ও মন্দিরে ক্ষতিসাধন করে।

৭ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে সোনারগাঁওয়ের কাশীপুর এলাকার এক বাড়ীতে হামলা করা হয়। সকালে ১টি মন্দির ও ২টি বাড়ীতে হামলা হয়। বিকালে শহরে লক্ষ্মীনারায়ণ আখড়ায় মন্দিরে কীর্ত্তন চলার সময় কতিপয় যুবক গেটে আগুন লাগিয়ে দেয়।

১১ ডিসেম্বর ৯২ কোর্ট প্রাঙ্গণে হেফাজতে ইসলাম আয়োজিত জনসভার আরও পরে সংগঠনের কর্মীরা ১টি মন্দির ও বাড়ীতে হামলা চালায়।

১৬ ডিসেম্বর ৯২ রাতে রামকৃষ্ণ মিশনে একদল লোক হামলা চালায় ও লুঠপাটের পর অগ্নিসংযোগ করে।

৯। রাজবাড়ী

৭ই থেকে ৯ই ডিসেম্বর ৯২ রাজবাড়ীতে ৩০ টি মন্দিরে ও সংলগ্ন ঘরবাড়ীতে আগুন লাগানো হয়।

১০। শেরপুর

৭ই ডিসেম্বর ৯২ শেরপুরের কৃষি প্রশিক্ষায়তনে অন্নপূর্ণা মন্দির ও শেরীঘাট আশানের কালীমন্দির এবং ৮ই ডিসেম্বর ৯২ সকালে সরকার কলেজ সংলগ্ন প্যারীমোহনজীউর মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় জামাতের সহায়তায় কৃষি প্রশিক্ষায়তনের একদল ছাত্র শহরে মিছিল করে গিয়ে বাগগড়ী এলাকার একজন হিন্দু ব্যবসায়ীর মিষ্টির দোকান ভাংচুর ও লুঠপাট করা হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের মধ্যে শেরীপাড়া কালীমন্দির ও শিববাড়ী কালীমন্দিরও হয়েছে।

১০ই ডিসেম্বর ৯২ দুপুরে শান্তি মিছিল চলাকালে কিছু দুষ্কৃতী কারী প্যারীমোহন মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

৯ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে মাধ্বদীর আনন্দী গ্রামে ১টি মূর্তি ভেঙে মন্দিরে আগুন লাগানো হয় এবং ঘোড়া ন্দিয়ায একটি বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়। মীর্জাগঞ্জ বাজারে ১টি মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুর করা হয় এবং অপর ১টি মন্দিরে আগুন লাগানো হয়।

১১। কিশোরগঞ্জ

৯ই ডিসেম্বর ৯২ গভীর রাতে মৌলবাদীরা সদর থানার চর শোলাকীরা এলাকায় হিন্দুদের বাড়ীতে অতর্কিতে হামলা চালায় ও তাদের বাড়ীঘরে লুঠপাট ও ভাংচুর করে মৌলবাদীরা সিদ্ধেশ্বরীদেবী কালীবাড়ীতে হামলা চালায়, সদরের শ্মশান খোলার দেয়াল সম্পূর্ণ ভেঙে ভেলে।

এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মন্দির ও শ্মশানঘাটে হামলা ও ভাংচুর করা হয়। জেলা শহরের বড়বাজার এলাকার নির্মলচন্দ্র সাহার পাট গুদাম, হরিদাস কৈরীর লজেন্স ফ্যাক্টরী এবং ৩টি মুদি দোকানে আগুন লাগানো হয়।

১২। মাদারীপুর

১০ই ডিসেম্বর ৯২ পানিছত্র এলাকায় দুষ্কৃতিকারীরা ১টি বাড়ীতে আগুন দেয়। কালকিনি থানার কর্জপাড়া ১টি মন্দিরে ক্ষতিসাধন করা হয়।

১১ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে বাদামতলায় একদল দুর্বৃত্ত জনৈক হিন্দুর বাড়ীতে আগুন দেয়।

১৩। চট্টগ্রাম

সাম্প্রদায়িক হামলায় সন্দ্বীপ থানার বাউরিয়ায় ৩টি মন্দির, কালাপানিয়ায় ২টি মন্দির, মগধরায়৩টি মন্দির, টেউরিয়ায় ২টি মন্দির, হরিশপুরে ১টি মন্দির, রহমতপুরে ১টি মন্দির, পশ্চিম সারিকাইতে ১টি মন্দির ও মাইটডাঙ্গায় ১টি মন্দির ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। পশ্চিম সারিকাইতে সুচারু দাসকে মারধর কে ১৫ হাজার টাকা এবং একজোড়া কানের দুল দুষ্কৃতকারীরা নিয়ে যায়। টোকাতলিতে ২টি বাড়ীতে হামলা লুঠপাট ও ২ জন ছুরিকাহত হয়।

পটিয়া থানায় কচুয়ায় ১টি বাড়ী, ভাটিকাইনে ১টি মন্দির ও ৩নং ইউনিয়নে ১টি বাড়ীতে হামলা ও লুঠপাট এবং ভাংচুর করা হয়, বাঁশখালি থানায় বইলছড়িতে ৩টি ও পূর্ব চামুলে ৩টি বাড়ীতে হামলা ও ভাংচুর করা হয়। রাসুনিয়া থানায় সরফভাটা ইউনিয়নে ৫টি ঘর, পায়রা ইউনিয়নে ৭টি ঘর শিলক ইউনিয়নে ১টি মন্দির এবং চন্দনাইশ থানায় বাদামতলীতে ১টি মন্দির, গাছবাড়িয়ায় ১টি মন্দির ও জোয়ারায় ১টি মন্দিরে হামলা, লুঠপাট ও ভাংচুর করা হয়।

আনোয়ারা থানায় বোয়ালগাওএ ৪টি মন্দির ও ১টি ঘর এবং তেগোটায় ১৬টি বাড়ীতে হামলা, লুঠপাট ও ভাংচুর করা হয়। বোয়ালখালী থানায় মেধসমুনির আশ্রম ও শ্যামরায় হাটে ১টি কাপড়ের দোকানে আগুন দেওয়া ও লুঠপাট করা হয়।

চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় ঐতিহ্যবাহী কৈবল্যধাম, তুলসীধাম আশ্রম, উভয় মিত্র শ্মশান, শ্মশানকালী বাড়ী, কোরবানীগঞ্জ শ্রীশ্রীবরদেনবরী কালীবাড়ী, পঞ্চাননধাম সহ ১০টি মন্দির; বিধ্বংস ও ভস্মীভূত হয়। সদরঘাট কালীবাড়ী, গোলাপাহাড় শ্মশান মন্দির ও সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালানো হয়। জামালখান রোড

ও সিরাজদ্দৌলা রোডে দোকান ভাংচুর করা হয় এবং এনায়েত বাজার, কে.সি. দে রোড ও ব্রীকফিল্ড রোডে বিভিন্ন দোকান ও বাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করা হয়। কৈবল্যধাম মানীপাড়ায় ৩৮টি বাড়ী ও সদরঘাট জেলেপাড়ায় শতাধিক বাড়ী লুণ্ঠিত ও ভস্মীভুত হয়। ঈদগাঁও আগ্রাবাদ জেলেপাড়া ও বহদ্দারহাটে ম্যানেজার কলোনীতে লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়।

মীরসরাই ও সীতাকুণ্ড থানায় সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। মীরসরাইয়ের সীতগড়িয়া গ্রামে ৭৫টি পরিবার; মসদিয়া ইউনিয়নে ১০টি পরিবার, হাজিনগরে ৪টি পরিবার, বেশরতে ১৬টি পরিবার ও ৩টি মন্দির, ওয়েলপুরে ২০টি পরিবার, খাজুরিয়ায় ১২টি পরিবার ও জাফরাবাদে ৮৭টি পরিবার হামলার শিকার হয়েছে। তাদের বাড়ীঘরে লুঠপাট, ভাংচুর অগ্নিসংযোগ করা হয়।

সীতাকুণ্ড থানার মুরাদপুর ইউনিয়নে ১টি পরিবার, বারইয়ার টালা ইউনিয়নে মহালংকা গ্রামে ২৩টি পরিবার, বহরপুরে ৮০টি পরিবার, বারইপাড়ায় ৩৪০টি পরিবার ও নারায়ণ মন্দির, বাঁশবাড়িয়ায় ১২টি পরিবার, বাড়বকুণ্ডে ১৭টি পরিবার ও ২টি মন্দির ও ফরহাদপুরে ১৪টি পরিবার হামলার শিকার হয়। লুটপাটের পর বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

হাটখামারী থানায় মেখলায় ১টি মন্দির ও ১টি পরিবার, ঘলইয়ে ৩টি মন্দির ও ১০টি পরিবার, শিকারপুরে ৪টি মন্দির ও ৩২টি পরিবারের ওপর হামলা চালানো হয়। বাড়ীঘরে লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

রাউজান থানায় হলদিয়া ইউনিয়নে ১টি মন্দির, ডাবুয়ায় ৮টি ঘর ও ৩টি মন্দির, চিকদাইরে ১২টি ঘর ও ৩টি মন্দির, রাউজানে ১টি মন্দির, গুজরায় ২টি মন্দির, কদলপুরে ২টি মন্দির, পাহাড়তলিতে ৩টি পরিবার ও ১টি মন্দির, উরকির চরে ২টি মন্দির ও পশ্চিম গুজরায় ১টি মন্দির আক্রান্ত হয়। লুটপাট ও আগুন দেওয়া হয়। বিবানরীতে ২টি গরু ও কাটা ধান লুট করে নিয়ে যায় ও সুলতানপুরে ৩টি খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া হয়।

কর্ণফুলী চা বাগানে ১৪টি পরিবার, দাঁতমারা ইউনিয়নে ২টি মন্দির, সুন্দরপুরে ৩টি পরিবার ও ১টি মন্দির, গাইবদরে ৩টি পরিবার, কাঞ্চনপুরে ২০টি পরিবার,

খুরংএ ২টি মন্দির ও ১টি পরিবার, সেনাংএ ৭৪টী পরিবার, নানুপুরে ৭টি পরিবার, সায়াবিল্গে ১টি পরিবার ও ৬টি মন্দির, রোসাংগিরিতে ৫টি পরিবার ও ১টি মন্দির এবং ভামাটিয়ায় ৩টি পরিবার ও ১টি মন্দির আক্রান্ত লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। মন্দির ভাংচুর ও ভস্মীভূত এবং কালীপাড়াস্থ হরিমন্দির ভাংচুর ও ধ্বংস করা হয়।

কুতুবদিয়া থানার বড়ঘোপ ইউনিয়নে বড়ঘোপ বাজার সংলগ্ন কেন্দ্রীয় কালীমন্দির ও নাটমন্দিরসহ ৬টি মন্দির ভাংচুর ও পরে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভুত করা হয়। বড়ঘোপ বাজারে ৪টি কর্মকারের দোকানের যাবতীয় মালামাল লুট করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নিয়ে যায়।

৮ই ডিসেম্বর ৯২ সকালে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে ৫১টি জেলে পরিবারের ঘরবাড়ীর যাবতীয় মালামালসহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করা হয়। কুতুবদিয়ার অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ৩জন শিশু মারা যায়।

রামু থানার ঈদগড় ইউনিয়নে সার্বজনীন কালীমন্দির ও জেলে পাড়ায় হরিমন্দির ভাংচুর করার পর সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করা হয়। ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নে তেড়চিপুর (ফাঁড়িরকুল) এলাকায় ৫টি পাকা ও অর্দ্ধপাকা মন্দির এবং ২৪ টি পাকা, সেমি পাকা ও কাঁচা বাড়ীঘর যাবতীয় মালামালসহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভুত করা হয়। আরো একটি পাকা, অর্দ্ধপাকা ও কাঁচা বাড়ীঘর লুঠপুট চালানো হয়।

১৪। সিলেট

৬ই ডিসেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর ৯২ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠির হামলায় সিলেট সদরের কালীঘাট কালীবাড়ী, শিববাড়ী, জগন্নাথ আখড়া, চালিবন্দর ভৈরব বাড়ী, চালিবন্দর শ্মশান ও শ্মশানকালী, যতরপুর মহাপ্রভুর আখড়া, মীরাবাজার রামকৃষ্ণ মিশন, মীরাবাজার বলরামের আখড়া, চালিবন্দর উমেশচন্দ্র নির্মলাবালা ছাত্রাবাস, বন্দরবাজার ব্রাহ্মমন্দির ও সাহিত্য পরিষদ, জিন্দাবাজার জগন্নাথের আখড়া, জিন্দাবাজার গোবিন্দ জীর আখড়া, লামাবাজার নরসিংহের আখড়া, নয়াসড়ক আখড়া দেবপুর আখড়া, টিলাগড় দুর্গাবাড়ী, বিয়ানীবাজার কালীবাড়ী; ঢাকা দক্ষিণ মহাপ্রভুর বাড়ী, গোটাটিকর শিববাড়ী, মহালক্ষ্মী বাড়ী ও মহাপাঠ,

ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা দুর্গাবাড়ী, বিশ্বনাথের শাজিবাড়ী, বৈরাগীবাজার আখড়া, চন্দ্রগ্রাম শিবমন্দির, আকিলপুর আখড়া, কোম্পানীগঞ্জ জীবনপুর কালীবাড়ী, বালাগঞ্জ যোগীপুর কালীমন্দির, জাকিগঞ্জ আমলসী কালীমন্দির সুনাসার মন্দির, বারহাটা আখড়া, গাজীপুর আখড়া ও বীরশ্রী আখড়ায় হামলা চালানো হয়। ভাংচুর ও লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ করা হলে এসব মন্দির ও আখড়া সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় ও হামলার সময় বেনুভূষণ দাস, সুনীলকুমার দাস ও কানুভূষণ দাস অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। বিয়ানী বাজারে কয়েকটি বাড়ীতে হামলা চালানো হয়।

১৫। হবিগঞ্জ

৯ই ডিসেম্বর ৯২ দুপুরে হবি গঞ্জের মাধবপুর থানা সদরে মুসলিমদের প্রতিবাদ মিছিলেনর পর মিছিলকারীরা মাধবপুর বাজারে ৩টি মন্দির ভেঙে ফেলে। পুলিশ এতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে বিডি আর ঘটনাস্থলে এসে গুলিবর্ষণ করে এতে ২ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়। বিডি আর ৬১ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। ডিসি, এসপি ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর বিডিআর প্রত্যাহার এবং গুলিবর্ষণের আদেশদানকারী এসি, (ল্যাঞ্জ) কে সাসপেণ্ড করা হয়। এরপর উচ্ছৃঙ্খল জনতা বাজারে কালীমন্দির এবং নোয়াগাঁও গ্রামের সতীমন্দির ধ্বংস করে। ১০ই ডিসেম্বর '৯২ বেলা ১২টায় শান্তি মিছিল থেকে কালী মন্দিরে হামলা চালায় ও ভাংচুর করে। সকাল ১০টায় প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ তপনকুমার দাশগুপ্তের চেম্বারে হামলা চালানো হয়।

১৬। কুমিল্লা

৭ই ডিসেম্বর ৯২ মধ্যরাতে শহরে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ঐতিহ্যবাহী অভয়াশ্রমের একটি ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ করা হয় ও ছাত্রাবাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। ৮ই ডিসেম্বর ৯২ সকালে লালমাই পাহাড়ের প্রত্ন তাত্ত্বিক নিদর্শন চণ্ডীমুড়া মন্দিরে হামলা চালানো হয় ও ব্যাপক ভাংচুর করা হয়। লাকসামের কদমতলীতে ২টি, উশুদায় ২টি, বরড়া থানার সিংহল মন্দির, চৌদ্দগ্রাম থানার পদুষা বাজারের কালীমন্দির ভাংচুর করা হয়।

শুতপুর গ্রামের জেলেপাড়ায় ১২টি বাড়ীতে লুটপাট, দুটি দোকানে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শহরের কালিয়াছরি ঋষিপাড়ায় ভাংচুর ও লুঠপাট, কাশারিয়ায় ৭টি ও চকবাজারে মন্দির ও বিভিন্ন স্থানে হামলা চালানো হয়। মোট ৭টি মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। টিক্কার চর শ্মশানে ভাংচুর করা হয়। ৮ই ডিসেম্বর ৯২ বিকেলে কুমিল্লা শহরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০টি বাড়ী ও ২০টি দোকান ভাংচুর করা হয়।

১৭। লক্ষ্মীপুর

৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর ৯২ রামগঞ্জ থানার টাঙ্গির বাজারে ১টি দোকানে অগ্নিসংযোগ, ২টি মন্দির ভাংচুর, সদর থানার ভবানীগঞ্জ বাজারে ও দিঘলীতে মন্দির ভাংচুর করা হয়। সন্ধ্যায় মান্দারীবাজার রামঠাকুর সেবাশ্রম ভাংচুর, রামগঞ্জের রতনপুর মন্দিরে হামলা করা হয়। চন্দ্রগঞ্জের পাঁচপাড়া গ্রামের কালী মন্দির ও কামারহাটে ৩টি মন্দির ভাংচুর হয়। লক্ষ্মীপুর সদর থানার দত্তপাড়া বাজার মন্দির ভেঙে ফেলা হয় ও মন্দির সংলগ্ন দীঘির মাছ লুট হয়। পৌর এলাকায় শাখারীপাড়ায় মন্দিরে হামলা চালানো হয়।

১৮। ফেণী

৮ই ডিসেম্বর ৯২ সহদেবপুর গ্রামে একদল মিছিলকারী ১৩টি বাড়ীতে হামলা চালায়।

১১ই ডিসেম্বর ৯২ ছাগলনাইয়া থানায় জয়পুর গ্রামে এক হামলায় পুলিশসহ ২০জন আহত হয়েছে। পুলিশ জানায়, পার্শ্ববর্তী লাঙ্গলবোয়া গ্রাম থেকে মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ লোক গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের বাসায় হামলা চালায়। হামলায় আহত কমল বিশ্বাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ এখানে গুলিবর্ষণ করে।

১৯। চাঁদপুর

১১ই ডিসেম্বর ৯২ এক বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করার সময় পুরান বাজারে ১টি মন্দিরে হামলা চালায়।

২০। নোয়াখালি

সাধুরাম থানায় সুন্দলপুর ইউনিয়নে ৭ই ডিসেম্বর ৯২ ৭টি বাড়ী ও অধরচাঁদ আশ্রম লুটপাটের পর ভস্মীভূত করা হয়। আরো কয়েকটা বাড়ীতে লুটপাট চালানো হয়। জগদানন্দ গ্রামে ৩টি বাড়ীতে লুটপাটের পর আগুন লাগানো হয়। ১০ ডিসেম্বর ৯২গঙ্গাপুর গ্রামে ৩টি বাড়ীতে আগুন দিয়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করা হয়। ১২ই ডিসেম্বর ৯২ রাপুরগাঁও গ্রামে ১টি বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়। নেওয়াজপুর ইউনিয়নে দৌলতপুর গ্রামে ২টি বাড়ীতে লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়, আর ১টি বাড়ীতে লুটপাটের পর পরিবারের লোকজনকে মারধোর করা হয়। ঘোষবাগ ইউনিয়নে সাহাজির হাট সংলগ্ন হিন্দুবাড়ীগুলোতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয়। মাইজদীতে নাপিতের পুল সংলগ্ন ১টি বাড়ীতে খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া হয়। সোনাপুর সার্ব্বজনীন মহাশ্মশানের শিব কালীমন্দির ধ্বংস ও বিনোদপুর আখড়ায় হামলা চালানো হয়। নোয়াখালী জেলা কারাগার সংলগ্ন ১টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালানো হয়।

বেগমগঞ্জ থানায় চৌমুহনী পৌরভবনের উত্তর পাশে কালী মন্দির, দুর্গাপুর গ্রামে বণিক বাড়ীর সামনের মন্দির ও কুতুবপুর গ্রামে ১টা বাড়ী সংলগ্ন মন্দির ও গোপালপুরে মন্দির ভাংচুর, বিগ্রহ ধ্বংস ও পরে আগুন লাগানো হয়। সুলতানপুর গ্রামে ৮ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে ডাঃ আর. কে. সিংহের ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, অখণ্ড আশ্রম, নির্মিতব্য দালান ও রমনীরহাট সংলগ্ন পুকুরের ঘাটলা ও মঠ লুটপাট ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ছয়আনী বাজার এলাকায় কয়েকটি মন্দির ভাংচুর করা হয়।

বাবুপুর-তেভুইয়া, মহদিপুর গ্রাম, রাজগঞ্জ বাজার; টঙ্গিরপাড়, কাজীরহাট, রসুলপুর, জমিদারহাট, চৌমুহনী পোড়াবাড়ী ও ভবভদ্রী গ্রামে ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর '৯২ ১০টা মন্দির ১৮টা বাড়ী ১টা দোকান ও ১টা গাড়ি ভাংচুর লুটপাট ও আগুন লাগানো হয়। মহদিপুরে ১ জন মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার বড় রাজপুর গ্রামে ৭ই ডিসেম্বর ৯২ ১১টা বাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ মহিলাদের নির্যাতন করা হয়। ১০টা বাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়।

রামদি গ্রামে ৭ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে ১টা বাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ১২ই ডিসেম্বর বিপ্লব ভৌমিককে দা দিয়ে কোপানো হয়। ৭ই ডিসেম্বর ৯২ বিরাহিমপুর গ্রামে ১টা বাড়ীতে লুটপাট ও বাড়ী সংলগ্ন মন্দিরে ভাংচুর করা হয়। ১০ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে ১টা বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। চরহাজারী গ্রামে জগন্নাথ মন্দিরে হামলা, বিগ্রহ ভাংচুর ও সংলগ্ন ঠাকুরবাড়ীতে লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। জগন্নাথবাড়ীর সামনে ৩টা দোকান ও ১টা ক্লাব সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। চরপার্বতীতে ২টি বাড়ী ও দাসের হাটে ১টি বাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত, চরকাকড়ায় ও মুছাপুরে ২টি মন্দির সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং যোগীদিয়া জয়কালী মন্দিরে বিগ্রহ ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সিরাজপুরে প্রতিটি হিন্দু পরিবারে নির্যাতন, লুঠপাট ও আগুন লাগানো হয়।

সেনবাগ থানায় ৭ই ডিসেম্বর ৯২ কল্যান্দি হিন্দু মন্দিরে বিগ্রহ ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ, ১১ই ডিসেম্বর ৯২ ঠাকুরবাড়ী মন্দিরে আক্রমণ চালানো হয়। ১২ই ডিসেম্বর ৯২ ভোরে ৪/৫ শত লোক মিছিল করে মিথুনপাড়ায় বৌদ্ধদের ২৬টি বাড়ীতে লুট পাঠ ও অগ্নিসংযোগ করে। অধিকাংশ বাড়ী ভস্মীভূত হয়। ১টি বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করা হয়। ২ জন বৌদ্ধ ভিক্ষুর ওপর নারকীর নির্যাতন চালানো হয় এবং ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়। আলিয়া মাদ্রাসার সভাপতি সামসুল হক মিছিলে নেতৃত্ব দেন। নলদীয়ায় শীতলা মন্দির ও মণ্ডলবাড়ীর শীতলা মন্দির ভাংচুর, ১৩ই ডিসেম্বর ৯২ বড়চারিগাঁও গ্রামে ১টি বাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এখানে ৩টি গরুও অগ্নিদগ্ধ হয়।

ছাতারপাইয়া বাজার কালীমন্দির ও বীরকোট ঠাকুরবাড়ী ভাংচুর ও জামালপুরে সুনীল দাসের বাড়ীতে অগ্নিসযোগ করা হয়।

চাটখীল ভানার সাহাপুর গ্রামে ঐতিহ্যবাহী সাহাপুর সনাতন হরিসভা মন্দির ভাংচুর, ৩টি মূল্যবান সিংহাসন ও বিগ্রহ ধ্বংস করা হয়। মন্দিরের অন্যান্য সামগ্রী লুঠ করা হয়। ৩টি বাড়ীতে খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া হয়।

সোমপাড়া বাজারে ১০ই ডিসেম্বর ৯২ কেশবচন্দ্রের ১টি সোনার দোকান ও বাড়ীতে লুটপাট ও আগুন দেওয়া হয়। অগ্নিকাণ্ডে শীতলা মন্দিরও ভস্মীভূত হয়।

এছাড়া মাতৃভাণ্ডার নামে ১টি দোকান, নারায়ণপুরে রবিমাষ্টারের বাড়ীতে, মমিন পুরে কামারবাড়ীতে, পরিমল দে'র বাড়ীতে টিনের মন্দির ও বিগ্রহ ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

শিবরামপুর, রঘুনাথপুর গ্রামেও মন্দির বিনষ্ট, ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়।

২১। ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর ৯২ নবীনগরে ১টি মন্দির ও সরাইলের কালীকচ্ছে ৩টি মন্দিরে হামলা ও লুটপাট করা হয়।

২২। সুনামগঞ্জ

৮ই ডিসেম্বর ৯২ বিরাই থানার শ্যামাচরণের ১টি মন্দির ও শাল্লার মাহমুদ নগরের ১টি মন্দির ভাংচুর করা হয়।

৯ই ডিসেম্বর ৯২ উচ্ছৃঙ্খল লোকজন কমপক্ষে ৪টি মন্দির ও ৫০টি দোকান ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।

জোহর নামাজের পর সুনামগঞ্জে চৌমুহনার 'খুদ্দামুদ্দিন' নামক একটি সংগঠনের উদ্যোগে একটি সমাবেশ শেষে এসব ঘটনা ঘটানো হয়।

১১ই ডিসেম্বর ৯২ সন্ধ্যায় হাসাননগর এলাকায় একটা বাড়ীতে ককটেল নিক্ষেপ করা হয়।

২৩। মৌলভীবাজার

৮ই, ৯ই ও ১০ই ডিসেম্বর ৯২ জেলা সদর রাজনগর ও কুলাউড়া থানায় ৬টি মন্দির ও আখড়া ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। রাজনগর ও কুলাউড়ার ব্রাহ্মণ বাজারের ৭টি দোকান লুটপাট হয়।

২৪। ভোলা

ভোলার তজুমুদ্দিন ও বুরহানউদ্দিন থানার হিন্দু অধ্যুষিত ছোট ডাউরী, গোলকপুর, শম্ভুপুর, দাসের হাট, খাসের হাট; পদ্মামন, দরিরারপুর ও মণিরাম

গ্রামের ১০ হাজার পরিবারের প্রায় ৫০ হাজার হিন্দু সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। ৭ই ডিসেম্বর ৯২ থেকে ব্যাপক লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ফলে এলাকা সমূহ দৃশ্যতঃ ধ্বংসপুরীতে পরিণত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৫০ কোটি টাকারও বেশি। হামলায় ২জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় ২০০।

এসব লোকের পরণে কাপড় নেই, শিশুরা ক্ষুধায় কাতর, মহিলাদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। গ্রামের সবগুলো বসতবাটী ভস্মীভূত। দোকান-পাট লুট হয়েছে শতশত, দাসেরহাট বাজারের একটি দোকানও অবশিষ্ট নেই। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মধ্যে ঘরবাড়ীহারা অনেকে খোলাজায়গায় দিন কাটাচ্ছে। তজুমুদ্দিন থানার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে, হাসপাতাল ও স্কুলগুলিতে ১০ হাজার পরিবার আশ্রময় নিয়েছে। চাঁদপুর ইউনিয়নে প্রকাশ মহাজন বাড়ীর ৪০ বছর বয়স্ক এক অপহৃতা মহিলাকে ৪দিন পর ১১ই ডিসেম্বর ৯২ একটি বেতের ঝোপ থেকে উদ্ধার করা হয়।

৮ই ডিসেম্বর ৯২ ভোলা শহরে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী, মন্দির, লক্ষ্মীগোবিন্দ ঠাকুরবাড়ী ও মন্দির, কালীবাড়ী মন্দির ও মহাপ্রভুর আখড়া অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত ও ব্যাপক লুটপাট করা হয়। ৭ই, ৮ই ডিসেম্বর ৯২ হামলার পর বোরহানউদ্দিন দৌলতখান, চরফ্যাশন, তজুমুদ্দিন ও লালমোহন থানায় কোন মন্দির, উপাসনালয় ও আখড়ার অস্তিত্ব নেই। সবগুলো ঘর বাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

ভোলা শহর থেকে সাত মাইল দূরে ঘুইন্যার হাট এলাকায় প্রায় দুই মাইল এলাকা জুড়ে হিন্দুদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়। দৌলতখান থানার সুপ্ত বাজারে বৃহৎ আখড়াটি ৭টি ডিসেম্বর ৯২ রাতে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ৮ই ডিসেম্বর ৯২ সকালে বোরহানউদ্দিন বাজারের প্রধান আখড়াটি ভাংচুর ও পরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কুতুবা গ্রামে ৫০টি বাড়ী ভস্মীভুত হয়। চরফ্যাশন থানায় হিন্দুদের বাড়ীঘরে ব্যাপক হামলা ও লুটতরাজ চালানো হয়। ভোলা সদরে অরবিন্দ দে নামে একব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করা হয়।

১০ই ডিসেম্বর ৯২ সকাল ৯টা থেকে ১২ ঘন্টার জন্য কার্ফু শিথিল করার পর শ' তিনেক লোক শাবল ও কুড়াল দিয়ে ভগ্ন লক্ষ্মীনারায়ণ আখড়ায় তৃতীয়বার হামলা চালায়। সর্বত্র হিন্দুদের জমির ধান ব্যাপকভাবে লুট করা হচ্ছে। জেলা

প্রশাসন জানান হাজার হাজার বাড়ী লুট হয়েছে, কয়েকহাজার বাড়ী ভস্মীভূত হয়েছে।

ভোলা শহর ও অন্যান্য স্থানে মন্দির ও বাড়ীঘর লুটপাটের সময় ও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার সময় ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশবাহিনী রহস্যজনকভাবে নিষ্ক্রীয় থাকে। বোরহানউদ্দিনে ১৫৬১ টি ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত, ২ হাজার ঘরবাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তজুমুদ্দিনে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ীর সংখ্যা ২ হাজার ২০০ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ২ হাজার। লালমোহনে ৩০০ ঘরবাড়ী ও চরফ্যাশনে ৫০টি ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং লালমোহনে ৫০০টি, চরফ্যাশনে ২০০টি ঘরবাড়ী আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ভোলায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত সার্বজনীন মন্দিরের সংখ্যা ২৬০।

২৫। পিরোজপুর

৭ই থেকে ১০ই ডিসেম্বর ৯২ পর্যন্ত জেলায় বিভিন্ন স্থানে অন্তত ২০টি মন্দিরে হামলা হয়েছে। কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক পিরোজপুর সদরের ১০টি মন্দিরে এবং নেসারাবাদ থানার ৫টি মন্দিরে ভাংচুর করে। এছাড়াও মাথাবাড়িয়ায় ১টি ও ভাঁদারিয়ায় ১টি মন্দিরে হামলা চালানো হয়। হুলারহাটে ১টি মন্দিরে হামলা করা হয়। কৃষ্ণনগরে রাই রসরাজ সেবাশ্রমে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর এবং পুরোহিতের উপর আক্রমণ চালানো হয়। পুরোহিত গুরুতররূপে আহত হন।

২৬। সাতক্ষীরা

৭ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে শহরের শিবমন্দিরে কালীগঞ্জের সাতালি মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। নগরের ১টি মন্দিরে ভাংচুর করা হয়। আশাসুনির বৌদ্ধমন্দিরে হামলা করা হয়।

২৭। বরিশাল

৮ই ডিসেম্বর ৯২ রাউফল থানার কনকদিয়া ও কাছিপাড়া গ্রামে ২টি মন্দির ভস্মীভূত হয়। বরগুনা শহরে সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর বাসায় ইটপাটকেল

নিক্ষেপ করা হয়। ৪/৫টি মিষ্টির দোকানেও লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়। উজিরপুর থানার খামুড়ায় মন্দিরে হামলা চালানো হয়। রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের ছাত্রাবাসে হিন্দু ছাত্রদের কক্ষে হামলা চালিয়ে ক্ষতিসাধন করা হয়। রাতের বেলা বিভিন্ন বাড়ীতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। ১৪ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে উজিরপুর থানার দত্তপুর গ্রামে একদল লোক ২টি মন্দিরে অগ্নি সংযোগ, ১টি ভাংচুর ও ১টি বাড়ীর মালামাল লুট করে। তাদের আক্রমণকালে ৩৪টি বাড়ির লোকজন পালিয়ে গেছে ও এক বৃদ্ধা পালাতে না পেরে প্রহৃত হন। ঐদিন সন্ধ্যায় বরিশাল শ্মশানঘাটে একটি মৃতদেহ দাহ করার সময় কতিপয় লোক এতে বাধা দেয় ও ইটপাটকের নিক্ষেপ করে। পরে তারা চাঁদা দাবী করে। ব্যর্থ হয়ে তারা ৩টি বৈদ্যুতিক চার্জার নিয়ে যায়।

২৮। ঝালকাঠি

৭ই ডিসেম্বর ৯২ থেকে ১২ই ডিসেম্বর ৯২ পর্য্যন্ত ঝালকাটি জেলার সদর থানার পোনাবালিয়াতে শিবমন্দিরসহ ২টি, বেডানোচাগ্রামে ১টি, নলছটি থানা সদরে ১টি ও রাজাপুর থানা সদরে ১টি মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ৯ই ডিসেম্বর ৯২ সন্ধ্যায় গৌরনদী থানায় বাখী মন্দির ভাংচুর করা হয়। কয়েকশ লোক মিছিল করে এসে মন্দিরে হামলা চালায়।

২৯। পটুয়াখালী

বাউফল থানার চাঁদকাঠি, কেশবপুর ও গুসিয়া নামক স্থানে ৫টি মন্দিরে হামলা চালিয়ে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। পুলিশে ৪ জন হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেফতারকারীদের মধ্যে ঢাকা সেনানিবাসের ৩৮ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাই (নম্বর ৪০০২৫৪৩১) রয়েছে। সে ছুটিতে এসেছিল।

৯ই ডিসেম্বর ৯২ বাউফল ও কলাপাড়া থানায় ৭টি মন্দিরে অগ্নি সংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। সকাল ১০ টার দিকে কলাপাড়া থানার জগন্নাথ আখড়াবাড়ী ও মদন আখড়াবাড়ী মন্দিরে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়।

৩০। খুলনা

৭ ও ৮ই ডিসেম্বর ৯২ জেলায় ৩টি থানায় ১০টি মন্দির ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও বেশ কয়েকটি বাড়ীঘর লুটপাট করা হয়েছে। পাইকপাড়া থানার রাডলি, সোবনাদাশ ও বাকা গ্রামে ৪/৫টি মন্দির ভাংচুর ও কয়েকটি বাড়ীতে লুটপাট করা হয়। রূপসা থানায় তালিমপুর এলাকায় ২টি মন্দির ভাংচুর করা হয়। এ সময় পার্শ্ববর্তি বাড়ীতে লুটপাট করা হয়। এতে ১জন যুবক আহত হয়। দীঘলিয়া আর সেনহাটি এলাকায় ৮ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে ৩টি মন্দির ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

৩১। মাগুরা

৭ ও ৮ই ডিসেম্বর ৯২ জেলার সদর থানায় আলাইপুর, রামচন্দ্র বরই গ্রামে এবং মোহম্মদপুর থানার কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামে কয়েকটি পূজামণ্ডপে হামলা চালিয়ে ক্ষতিসাধন করা হয়। শহরের বাটি কাডাঙ্গা এলাকায় ১টি মন্দিরে হামলা চালানো হয়।

৩২। বরগুনা

৮ই ডিসেম্বর ৯২ পাথরঘাটা থানার কাকঘিরা বাজারে মিছিল কারীদের প্রহারে কাকঘিরা পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মধুসূদন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। কাকঘিরা ও বরগুনা সদর থানার নলিবাজারে মন্দির ভাংচুর করা হয়েছে।

৩৩। সিরাজগঞ্জ

৮ই ডিসেম্বর ৯২ ছাত্র শিবির ও যুব কমাণ্ডের একটি দল ও সোহরাওয়ার্দি সড়কস্থ সপ্তর্ষি সংসদের কালীমন্দির, বাহিরগোলা কালীমন্দির সহ ৩টি মন্দিরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। ১১ই ডিসেম্বর ৯২ জেলা ইমাম সমিতি আয়োজিত জমায়েত ও বিক্ষোভ মিচিলের পর মিছিলকারীরা শহরের ১টি আখড়া ও কালীমন্দিরসহ ১০/১২ টি বাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাট করে। মিছিলকারীদের সঙ্গে জামায়াত কর্মীরাও যোগ দেয়। সন্ধ্যায় ঘোষপাড়ায় ১টি

মন্দির ভাংচুর করা হয়। ইমাম সমিতি ও জামায়েতের যৌথ কর্মসূচী ঘোষণার পর শহরের সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

১১ই ডিসেম্বর ৯২ গভীর রাতে সিরাজগঞ্জ শহরের গুরখা পৌর শ্মশানঘাটের মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ও লোহার দরজা জানালো লুটকরা হয়।

৩৪। পাবনা

শালগড়িয়া অনুকূলঠাকুর আশ্রমের ভদ্রকালী মন্দির এবং রাধানগরের ১টি কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারসহ ১৫টি দোকানেও আগুন লাগানো হয়। ৮ই ডিসেম্বর ৯২ দুপুরে কালাচান্দপাড়া মন্দিরেও হামলা হয়েছে। রমেশ মৈত্রর বাড়ীতে ককটেল নিক্ষেপ করা হয়। ৮ই ডিসেম্বর ৯২ সাঁখিয়া থানা জামাতে ইসলামীর মিছিল থেকে সাঁখিয়া কালীমন্দির, পদ্মবিলা কালীমন্দির, চেকনিয়া কালীমন্দিরও কালধর কালীমন্দিরে হামলা ও ভাংচুর করা হয়, মিছিলকারীরা ৩টী বাড়ী পুড়িয়ে দেয় এবং সাঁখিয়া বাজারের ২টী দোকান ভাংচুর করে। ঈশ্বরদী থানার দাশুরিয়ায়ও ১টী কালীমন্দিরের ক্ষতিসাধন করা হয়।

৩৫। কুষ্টিয়া

৭ই ডিসেম্বর ৯২ গভীর রাতে জামাত শিবির কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে মিছিল করে ৬টি মন্দিরে ভাংচুর করে।

১১ই ডিসেম্বর ৯২ প্রায় ৫ হাজার উচ্ছৃঙ্খল জনতা পুলিশ ও বিডিআর বেষ্টনী ভেদ করে কুষ্টিয়া বাজারে শ্মশানে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। শ্মশানের কালীমন্দির, শিবমন্দির ও দুর্গামন্দির ভেঙ্গে ফেলে। পরে গোটা শ্মশানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতা ২জন বিডিআর সদস্যকে মারধোর করে।

৩৬। নাটোর

নাটোরে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে ৮ই ডিসেম্বর ৯২ সমাবেশের পর উচ্ছৃঙ্খল জনতা কানাইখালীমহল্লায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ২০টি বাড়ী ভাংচুর হয়। ৭ থেকে ৮ই ডিসেম্বর ৯২ পর্যন্ত বাজার, মন্দির ও ভট্টাচার্য্যপাড়া মন্দিরসহ জেলায় ৩টি মন্দির ভাংচুর ও পোড়ানো হয়।

৩৭। ঠাকুরগাঁও

৭ই ডিসেম্বর ৯২ ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীসংকৈল থানায় হোসেন গাঁয়ের ১টি পূজামণ্ডপ, পীরগঞ্জ থানার দেওহাট পূজামণ্ডপ, ঠাকুরগাঁ সদর থানার ধুল্লী ও বালিয়া পূজামণ্ডপ ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগে করা হয়। জেলার মোট ৯টি এলাকায় সবগুলো পূজা মণ্ডপে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

৩৮। রংপুর

৭ই ডিসেম্বর ৯২ রাতে মাহিগঞ্জ ও আলমনগর ষ্টেশন এলাকায় কালীমন্দিরের ক্ষতিসাধন করা হয়। সৈয়দপুরে মিস্ত্রিপাড়ায় শিবমন্দির ভাংচুর হয়।

৩৯। বগুড়া

৭ থেকে ৮ই ডিসেম্বর ৯২ পর্যন্ত বগুড়া শহরে কালীতলা হাট ও কালীমন্দিরসহ মোট ৫টি মন্দির ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

৪০। নওগাঁ।

মণ্ডলাপাড়াস্থ পূজামণ্ডপে ৩টি মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়।

৪১। দিনাজপুর

৯ই ডিসেম্বর ৯২ গভীর রাতে দিনাজপুর শহরে আনন্দসাগর সংলগ্ন শিবমন্দিরে দুর্বৃত্তরা হামলা চালালে মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ১১ই ডিসেম্বর ৯২ দিনাজপুর শহরে জাতীয় ইমাম সমিতির মিছিল চলাকালে শতাধিক দোকানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করা হয়। ১৬টি মন্দিরে হামলা চালানো হয়। মন্দির সমূহে পুলিশ মোতায়েন করা হলেও হামলার সময় পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করে। ৪টি মিষ্টির দোকান লুটপাট করা হয় ও বিভিন্ন ব্যাংকে সাইনবোর্ডও ভাংচুর করা হয়।

উপসংহার

প্রথমে ভূমিকা লিখেছি। ভারতের মূল সমাজের অভিব্যক্তি দেখে বাংলাদেশের হিন্দুদের আশ্বাস দিয়েছি। এদেশের মানুষের জেনে রাখা ভালো বাংলাদেশের হিন্দুসমাজও আজ বসে নেই। একবছর আগে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠির উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মাদারীপুরের এক আইনজীবি লিখেছেন ঃ আপনার বই পেয়েছি। ৬৪টি জেলার মধ্যে প্রায় ৩০টি জেলায় আপনার বইগুলি ৩০০ কপি জেরক্স করে প্রচারিত হয়েছে। সর্ব্বত্র ঝড় উঠেছে এবং ছাপানোর চেষ্টা হচ্ছে। আপনার বইয়ের বিষয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের সি.আর.দত্ত, ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক হিন্দুলীগের মাখন ঘোষ ন্যাশনাল হিন্দুপার্টির প্রামকৃষ্ণ সরকার দিকপাল সম্পাদক সন্দীপ বিশ্বাস ইস্কন রামকৃষ্ণ মিশন ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে আলোচনা করেছি। সবাই আপনার বই প্রচার করবে। আপনি এযুগের অন্যতম হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তাবিদ সকলে মেনে নিয়েছে। হিন্দু সমাজ সংস্কার পরিষদের পত্রিকা 'প্রণতি'তে আপনার 'দেশে দেশে জয়যাত্রা' বইটি ছাপিয়েছি। এ জাতীয় লেখা প্রকাশ বাংলাদেশে এই প্রথম। আপনি আমাদের সকলের মনের কথা লিখেছেন। বাংলাদেশে নানাধরণের শতাধিক হিন্দু সংগঠন আছে, তাদের কো-অর্ডিনেট করে আমরা কাজ চালিয়ে যাব। ভারতের নব্যতরঙ্গ বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। চারিদিকে হিন্দুজাগরণের কাজ চলছে। আপনার সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ কামনা করছি।

অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী, এম এম্ এল বি

শিথিল হিন্দুদের প্রেরণার জন্য পত্রটি উপসংহারে ব্যবহৃত হ'ল।

শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা